খবরের প্রতিবাদ

শুভ দিন Matrimony

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 59 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 19 September, 2025 ● ২ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

প্রধানমন্ত্রীর আগমন কে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করতে উদয়পুরে মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর ত্রিপুরায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঘণ্টা কয়েকের এই সফর কে ঘিরে বেশ জাঁকজমক আয়োজন চলছে রাজ্যের গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমায়। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির চত্বর সেজে উঠছে ফুল ও আলোক শয্যায়। উদ্দেশ্য, মায়ের মন্দিরের নতুন সংস্করণ এর উদ্বোধন। যা হবে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে। এদিন থাকবে না কোনো মঞ্চ কিংবা ভাষণ সভা। প্রধানমন্ত্রী আসবেন, উদ্বোধন করে পুজো দেবেন এবং ফিরে যাবেন দিল্লী। এই কয়েক ঘণ্টার আয়োজন বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাঁট করার ব্যবস্থা চলছে। এছাড়াও উদয়পুর, পালাটানা জাতীয় সড়ক সংস্কারের কাজ চলছে বলে জানা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার পালাটনা স্থিত OTPC হেলিপেড পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, মন্ত্রী কিশোর বর্মন, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, জিলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায় ও বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার। তাঁরা যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন এদিন। সূত্রের খবর , উদয়পুর জুড়ে প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ও রায় ৩ লক্ষাধিক টাকার পদ্ম ফুল আনা হয়েছে মন্দির চত্বরে নির্মিত ক্ষুদ্র জলাশয় গুলিকে সাঁজাতে, এমনটাও রয়েছে খবর। সব মিলিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজন, যা হয়তো রাজ্য বাসীর যুগ যুগান্তর ধরে স্মৃতি জুড়ে থেকে যাবে।

গৌতম প্রসাদ দত্ত এর স্মরনে সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। সিপিআইএম দলের উদ্যোগে শহীদ গৌতম প্রসাদ দত্তের ৪৬ তম শহীদান দিবস পালন করা হলো গোটা রাজ্য ব্যাপি। বাদ যায়নি সোনামুড়া মহকুমা ও। এদিন সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত রবীন্দ্রনগর ও কাঠালিয়াতে পৃথক পৃথক দুটি কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। সকাল আটটায় প্রথমে খবর উঠে আসে গোমতী নদীর দক্ষিণে রবীন্দ্রনগর বাজারের- সিপিআইএম স্থানীয় অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে পালিত হয় উনার শহীদান দিবস। কর্মসূচির প্রথম পর্বে, পতাকা উত্তোলন ও শহীদ স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে একে একে উপস্থিত নেতা কর্মীরা সবাই প্রয়াত গৌতম প্রসাদ দত্ত কে রেড স্যালুট প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে শহীদের প্রতি এক মিনিট নীরবতা পালন করেন তারা।এদিন এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছেন অঞ্চল সম্পাদক মিজান মিয়া, যুবনেতা মোঃ হানিফ, ইমরান হোসেন, সাইফুল বাশার ও চানু মিয়া সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। দ্বিতীয় খবর টি উঠে আসে কাঁঠালিয়া থেকে। এদিন একই ভাবে কাঁঠালিয়া স্থিত সিপিআইএম অফিস প্রাঙ্গনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচীর প্রথম পর্বে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ স্মৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতাকর্মীরা। এছাড়া অন্যান্য নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সিপিআইএম কর্মী ননী পাল, আব্দুর রহিম, পল্টন দিয়ে সহ আরো অনেকেই। দ্বিতীয় পর্বে, আব্দুল রহিম শহীদ গৌতম প্রসাদ দত্তের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উনার কৃতিত্ব তুলে ধরেন। উনি বলেন বিশালগড় মহকুমার এক সক্রিয় নেতৃত্ব ছিলেন সিপিআইএম দলের গৌতম প্রসাদ দত্ত। ১৯ ৮০ সালের ঠিক এই দিনে তৎকালীন কংগ্রেসী দুষ্কৃতি হানাদাররা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ছিল। আব্দুল রহিম আরো বলেন, তৎকালীন সময়ে এই জাতীয় ঘটনা আরো একাধিক ঘটে ছিল। ঠিক বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলেও রাজ্যের নানা প্রান্তে পার্টি কর্মী ও নেতৃত্বরা , স্থানীয়রা নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। বিজেপি দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ঘর বাড়ি ভাঙছে। যেমনটা এক সময় কংগ্রেসীরা করেছিল। আজ হয়তো তারাই দল বদলে একই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে নেই গণতন্ত্র, নেই আইনের শাসন, গোটা রাজ্যে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে, তিনি সমস্ত দলীয় নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান রাখেন যে পরিস্থিতি এই জায়গায় থাকবে না। মানুষ ক্রমান্বয়ে সোচ্চার হচ্ছে, প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে, আগামী দিন জনস্বার্থের পরিপন্থী পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে জোরদার আন্দোলন করবেন বামপন্থীরা।

বন্যা প্লাবনের প্রায় ১ বছর পর মিলল সরকারি ক্ষতিপূরণের অর্থ

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। বগত বছরের বন্যায় গোটা রাজ্য ব্যাপি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিলেন সর্ব স্তরের খেটে খাওয়া মানুষ। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিশালগড় মহকুমা ধিন বিশালগড় নিউ মার্কেট বাজার চত্বর। টানা প্রায় দুদিন যাবত জলমগ্ন ছিল বাজার এলাকা। লক্ষ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। সরকারি ভাবে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হবে , সেই আশ্বাস দিলেও কবে নাগাদ মিলবে আর্থিক ক্ষতি পূরণ তা জানা ছিল না কারোরই। বছর খানেক সময় পেড়িয়ে যাওয়ায় অনেকেই আশা ও ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাদের দিকে করুনার দৃষ্টি দিলেন এলাকার বিধায়ক। তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেবের ত্রান তহবিল থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের হাতে কিছু অর্থ রাশি তুলে দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার দুপুরে। রাজ্য সরকার ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশালগড় নিউমার্কেট বাজারে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬৮৯ জন ব্যবসায়ীদের হাতে অর্থ রাশি তুলে দেয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী, বিশালগড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাবুল দেবনাথ, ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্যান্যরা। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব। ৬৮৯ জন ক্ষতি গ্রস্থ ব্যবসায়ীদের হাতে প্রায় ৯২ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক। অর্থাৎ জন প্রতি প্রায় ১৩৩৫২ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষতির তুলনায় এই অনুদান কতটা পর্যাপ্ত সেটা নিয়ে যদিও স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা প্রশ্ন রয়েছে। তবে আপাতত এটুকু সহযোগিতা পেয়েও কিছুটা খুশি ব্যবসায়ীরা।

মানসিক ভারসাম্য হীন মহিলার সাথে অপকর্ম করে গ্রেফতার পুরো পরিষদের সাফাই কর্মী

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। *মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলাকে ধর্ষণ করার দায়ে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে ৪ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা মৃত হরিপদ পালের ছেলে তথা পুরপরিষদের সাফাই কর্মী সুমন পাল নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহিলা থানার পুলিশ। কৈলাসহর কোর্ট সংলগ্ন, তাজ হোটেলের দ্বিতীয় তলায় চলতি মাসের ৪ দিন গভীর রাতে বলপূর্বক ধর্ষণ করে সুমন পাল নামে ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলাকে। উক্ত বিষয়টি বৃহস্পতিবার সকাল বেলা সিসিটিভির ক্যামেরায় ধরা পড়ে এই ঘটনা, পরবর্তী সময় বিশিষ্ট সমাজসেবী দিলওয়ার হোসেন খান জাকির নামে এক ব্যক্তি অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কৈলাসহর মহিলা থানায় বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ অভিযোগ মূলে মামলাটি নথিভুক্ত করে মামলাটির নম্বর হল ২৫/২৫, পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা গোপন খবরের ভিত্তিতে পুরপরিষদের অধীনে কাচেরঘাট এলাকার একটি জঙ্গল থেকে কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং মহিলা থানার পুলিশ মিলে তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে আগামীকাল তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে, পাশাপাশি সেই মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাটিকে এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে সেই মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাটিকে খুঁজে বের করার জন্য। এমনটাই সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি স্বর্ণা দেববর্মা। অন্যদিকে অভিযুক্ত সুমন পাল এই ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের কাছে স্বীকার করেছে। পাশাপাশি সে জানায় ওই মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার সাথে বিগত তিন বছর ধরে তার সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে এবং সে আরও জানায় ধর্ষণ করার সময় সে নেশা গ্রস্থ অবস্থায় ছিল। তবে যাই হোক এই কাণ্ডের সাথে জড়িত অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে স্বস্তি পেয়েছেন স্থানীয়রা। তবে শহরের বুকে এধরণের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগ জনক ও নিরাপত্তার পরিপন্থি বলেই মনে করা হচ্ছে।এই নিয়ে প্রশাসনের কড়া নজর দাড়ির দাবী তুলেছেন কৈলাশহর বাসী।*

সোনামুড়া মহকুমার তেলকাজলায় নবনির্মিত ওপেন সেডের উদ্বোধনে প্রতিমা ভৌমিক

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত, মোহনভোগ ব্লক এলাকার তেলকাজলা কালি মন্দির প্রাঙ্গণে একটি নবনির্মিত ওপেন সেডের আনুষ্ঠানিক ভাবে ফিতা কেটে দারোঘাটন করেন ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। সঙ্গে ছিলেন ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ , সহ স্থানীয় পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাগণ ও মোহনভোগ ব্লকের ভিডিও। এই নব নির্মিত ওপেন সেড বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকার উপর। দুইটি পার্টে টাকা খরচ হয়। বৃহস্পতিবার গ্রামের মানুষকে নিয়ে কর্মসূচির প্রথম পর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা সভা হয়। আলোচনা সভায় বক্তা ছিলেন, প্রতিমা ভৌমিক ও বিন্দু দেবনাথ। এছাড়া মোহনভোগ ব্লকের আধিকারিক। কালী মন্দির প্রাঙ্গনে এই ওপেন সেড ঘরটি নির্মাণ করার প্রকৃতি বিশেষ করে স্থানীয় জনগণ অত্যান্ত খুশি হয়েছেন। মানুষের প্রত্যাশা ছিল দীর্ঘদিনের, প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে মহিলারা যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছেন।

মণ্ডল আয়োজিত মোদীজির জন্মদিন উদযাপনে এলেন না স্বদলীয় প্রধান উপ প্রধান

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। স্বদলীয় গোষ্ঠী কোন্দলের আরও এক ছবি প্রকাশ পেল আমবাসায়। আমবাসা মন্ডল অন্তর্গত ডাববাড়ি কারাালয়ে ৪১ নম্বর বুথের উদ্যোগে সোমবার বিশ্বকর্মা পূজো এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন পালন করা হয়। সকাল থেকেই এলাকার বিজেপি কার্যকর্তা ও সমর্থকরা দলীয় পতাকা ও ফুল দিয়ে কার্যালয় সাজিয়ে তোলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সমিতির সদস্যা ললিতা নমঃশূদ্র। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ওবিসি মোর্চা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি প্রদীপ দেবনাথ, প্রাক্তন মন্ডল সেক্রেটারি অতীন্দ্র দাস, বুথের সভাপতি-সম্পাদক সহ একাধিক কার্যকর্তা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। সকলে মিলিতভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন কামনা করেন। তবে এই কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এলাকাবাসীর অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তুলসী বৈদ্য ও উপপ্রধান লিটন দাস কেউই এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হননি। অভিযোগ আরও গুরুতরতারা নাকি সাধারণ মানুষকে এই কর্মসূচিতে যোগ না দেওয়ার জন্য সরাসরি বাধা দেন। শুধু তাই নয়, বিজেপি কার্যালয়ে যারা আসবেন, ভবিষ্যতে তাদের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এ প্রসঙ্গে বুথের একাধিক কর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন 'আমরা প্রধানমন্ত্রী জন্মদিন পালন করছি, বিশ্বকর্মা পূজো করছি। এটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, সামাজিক ও সাংগঠনিক অনুষ্ঠান। অথচ প্রধান—উপপ্রধান সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে আসতে দেননি।' এই ঘটনার পর স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। বুথের কার্যকর্তাদের দাবি, এর ফলে গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

এক কলমের দাগেই বিজেপি সরকার বহু বেকারের স্বপ্ন মুছে দিয়েছে

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর ত্রিপুরার ত্রয়োদশ বিধানসভার ৮ম অধিবেশন। অধিবেশনে কি কি বিষয়ে আলোচনা হবে সেই নিয়ে চলছে নিবিড় দ্বন্দ্ব। বেকারত্ব সমাধানের প্রশ্নে সওয়াল জবাব হবে কি ? বিরোধীরা প্রশ্ন তুলবেন কি ? শাসক সরকারই বা এই নিয়ে আলোচনা করবেন কি ? এই সব প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এরই মধ্যে স্বউদ্যগে বিরোধী দলনেতার কাছে বেকার দের স্বার্থে কথা বলার আর্জি নিয়ে আজ ডিওয়াইএফআই এর এক প্রতিনিধি দল একটি ডেপুটেশান প্রদান করেন। ছিলেন রাজ্য সম্পাদক নবারুন দে , বিধায়ক নয়ন সরকার সহ অন্যান্যরা। ডেপুটেশান দিয়ে সাংবাদিক দের সামনে নিজেদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে নবারুন দে শাসক বিজেপি সরকারের বেকার বিরোধী নীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। বছরে ২ লক্ষ চাকরীর প্রসঙ্গ তো দূর, যোগ্য রাই চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এমনটাই অভিযোগ রয়েছে। নিউ রিক্রুন্টমেন্ট পলিসির নামে বিজেপি সরকার বহু বেকারের স্বপ্ন ভেঙ্গেছে। পূর্বতন সরকার এর আমলে পরীক্ষার মাধ্যমে বহু বেকার কে চাকরীর জন্যে নিযুক্ত করা হয়। তাদের বাড়িতে অফার লেটার পৌঁছাবে, ঠিক তাঁর আগ মুহূর্তে রাজ্যে সরকার পাল্টে যায়। আর নতুন বিজেপি সরকার নয়া নিয়োগ নীতি লাগু করে সেই যোগ্য বেকার যুবক যুবতীদের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়। গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হয় তৎকালে। এতে করে প্রায় ১৫ হাজার যুবক যুবতীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তিনটি বিভাগ থেকে পরীক্ষার্থীরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মামলা কারীদের পক্ষে রায় দিয়েছে। অতএব তাদের কে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিয়োগ করার পক্ষে সওয়াল তুলতে হবে। এই ৭ বছরে বহু বিধানসভা অধিবেশন সংগঠিত হলেও তাঁর কোনো টি তেই বেকারত্ব নিরসনের প্রশ্নে কোনো আলোচনা করেনি শাসক শিবির। বিরোধী দলনেতা বরাবরই বিধানসভার ভেতরে কিংবা বাইরে বেকারত্ব নিরসনের প্রশ্নে সরব থেকেছেন। আগামী কাল ১৯শে সেপ্টেম্বর ত্রয়োদশ বিধানসভার ৮ম অধিবেশন শুরু হতে যাচ্ছে। এখানেও যাতে বেকারত্ব নিরসন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় সেই দাবী জানিয়ে আজ বিরোধী দলনেতার নিকট এক ডেপুতেশান প্রদান করে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই।

মামলা হতেই কি পিছু হটছে আমরা বাঙালী ?

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে বেশ কিছুটা সময় যাবত বাঙালী ও তিপ্রাসাদের মাঝে বিদ্বেষ ছড়াবার উদ্দেশ্যে কিছু সমাজ বিরোধী রাজনীতি বিদেরা উস্কানি মূলক বার্তা দিয়ে আসছিল। বিশেষ করে তিপ্রা মথার পক্ষ থেকেই এর সূত্রপাত। দিল্লীতে দাঁড়িয়ে স্বঘোষিত মহারাজা প্রদ্যুত বিক্রমের আগরতলা কে নিজের বলে এবং নিজেকে আগরতলার মালিক বলে দাবী করা নিয়েই সব বিতর্কের সূত্রপাত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের আমরা বাঙালী নামক রাজনৈতিক দল তাদের বিরোধ, বিক্ষোভ ও আন্দোলন জারি রেখেছিল। আর সেই আন্দোলনের থেকেই কিছুদিন আগে তারা শ্লোগান দেয়, এই রাজ্য কাদের ? " বাঙালী , বাঙালী আর কেবলমাত্র বাঙালী দের"। ব্যাস , এর পরেই ব্যাপক চাপে পড়তে হয় দল কে। মূলত দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল এর নামে পুলিশ স্বউদ্যগে একটি মামলা গ্রহন করে। শুধু উনি নন, এর আগে বিশ্রাম গঞ্জ থেকে তিপ্রা মথা দলীয় ব্লক প্রেসিডেন্ট গৌতম বুদ্ধ দেববর্মা

নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ও একই ভাবে নিজেকে বিশ্রাম গঞ্জের মালিক বলে দাবী করা কে ঘিরে মামলা নেয় পুলিশ। এবার মামলা নিতেই আমরা বাঙালী ও চাপে পরে যায়। যে ক্ষমতা, শক্তি নিয়ে সুর চড়িয়ে এতদিন তারা গর্জে উঠেছিল তা অনেকটাই নমনীয় হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার, আমরা বাঙালীর পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেই বৈঠক থেকেই নিজেদের করা বক্তব্যের স্পষ্টীকরণ দিতে শোনা যায় গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল কে। ততসঙ্গে উনি বলেন যে রাজ্যে শান্তি নেই। ১৯৭৮ এর আগে যে শান্তিময় ত্রিপুরা ছিল আমরা সেখানে ফিরে যেতে চাই। আমরা বাঙালী কখনোই তিপ্রাসাদের ছাড়া উন্নয়নের কথা বলেনি বা ভাবেনা। তারা সকলকে নিয়েই এগিয়ে যাওয়ার প্রতি বিশ্বাসী বলে স্পষ্টীকরণ দেন এদিন। বলা বাহুল্য, আমরা বাঙালী সংগঠন একই সঙ্গে বাঙালী দের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা থেকে কিন্তু বিরত থাকেন নি। বাঙালী ও বাংলা ভাষা নানাভাবে এ রাজ্যে অসম্মানের শিকার হয়েছে। বাঙালী দের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ এই কথা এদিন ও উল্লেখ করেছেন উনি। তবে সার্বিক ভাবে আমরা বাঙালী যে তাদের সেই তেজি ভাব কিছুটা হলেও হাড়িয়ে ফেলেছে তাতে সংশয় থাকে না। যদিও আগামী দিনে দল ও দলীয় কর্মীরা কিভাবে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে সেটাই দেখার বিষয়।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ২ আশ্বিন, ১৪৩২ বাংলা

একদিকে মায়ের নামে বৃক্ষ রোপন তো অন্যদিকে কয়লার জন্য বন নিধন

আদানি আম্বানি দের নিয়ে কিছু বলা কিংবা লিখা এখন বড্ড চাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি বেশ কিছু বড় মাপের সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিক দের কে আদানি প্রসঙ্গে আলোচনা করা নিয়ে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তাদের আপাদমস্তক প্রশংসা দিয়ে আবৃত করা যেতে পারে কিন্তু তাদের নিয়ে সমালোচনা - উহু, তা একেবারেই করা যাবে না। করলেই হতে পারে মামলা। কিন্তু মামলার ভয়ে সত্যতা চাপিয়ে যাওয়া গণতন্ত্র বিরোধী। তাই ভয় কে জয় করে লিখতে হবেই।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারতে আদানি আম্বানি গোষ্ঠীর সবচাইতে প্রিয় এবং কাছের লোক বলতেই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর মোদী। বিগত ২০১৪ থেকে এ পর্যন্ত আদানি আম্বানি দের আমদানি আর পকেট স্ফীতি করার ক্ষেত্রে ভারতের নয়া সরকারের যথেষ্ট সহযোগিতা রয়েছে, এই অভিযোগ বহু পুরনো। তবে সেই সখ্যতা কে সামনে রেখেই কিছু প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের মায়ের উদ্দেশ্যে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। নাম দিয়েছেন " এক পেড় মা কে নাম " ! সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দেশব্যাপী, রাজ্য ব্যাপী ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিজেপি শিবির বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি তে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু মধ্যপ্রদেশে ঘটে চলা সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর কারণে মনে কিছু শঙ্কা তৈরি হয়েছে। আদানি রা কয়লা খনির কাজ করাচ্ছেন সেখানে। মধ্য প্রদেশে বনাঞ্চলের অধিকার আইন ভেঙে সেই কয়লা খনি প্রকল্পের কাজ চালানোর অভিযোগ উঠেছে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। নির্বিচারে গাছ কেটে চলছে এই প্রকল্পের কাজ। মধ্য প্রদেশের ধিরৌলির কয়লা খনি প্রকল্পকে ঘিরে এই অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাক্তন পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। বিজেপি পরিচালিত মধ্য প্রদেশে একটি আদানি গোষ্ঠীর বাণিজ্যিক লাভালাভের কারণে যে অবিচারে বন ধ্বংস করা হচ্ছে তাতে করে মোদী সরকারের আহ্বান করা ' এক পেড় মা কে নাম ' যেন বড্ড হাস্যকর শোনাচ্ছে! নাকি মধ্য প্রদেশ এই দেশের অন্তর্ভুক্তই নয়, কিংবা এর ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যতিক্রমী আইন কানুন রয়েছে যা বন আইন এর চাইতে ভিন্ন? যে কারণে অবাধে বন ধ্বংস করে চলেছে আদানিরা এবং এক্ষেত্রে একেবারেই চুপ আদানি দরদী মোদী সরকার ? প্রশ্ন তো উঠবেই। সম্পূর্ণ ভাবে যে কর্পোরেট এর স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে এই সমস্ত চলছে তা বোঝার অপেক্ষা থাকেই না। তবে মায়ের নামে গাছ লাগিয়ে লাভ টাই বা কি ? সেই তো আদানিদের মতো লোকেরা এসে সব ধ্বংস করে যাবে।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

লিভার ভাল থাকবে ?

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের কিছু বদ অভ্যাস ও ভুলের কারণেই শরীরে বাসা বাঁধে লিভারের অসুখ। শিশুদের ক্ষেত্রেও তাদের বাবা-মায়েরা যদি প্রথম থেকেই সচেতন হন, তা হলে জীবনশৈলীর উপর ছোটবেলা থেকেই নিয়ন্ত্রণ তৈরি হবে। বড়দেরও উচিত লিভার ভাল রাখার উপায়গুলি আয়ত্তে আনা।কম তেলমশলার খাবার খাওয়া,

বাড়ির খাবারে অভ্যস্ত হওয়া, মদ ছেড়ে দেওয়া এই অভ্যাসগুলিই লিভারকে ভাল রাখার অন্যতম উপায়। তবে এগুলিই শেষ কথা নয়। লিভার ভাল রাখতে মেনে চলতে হয় আরও কিছু নিয়মকানুন। কিন্তু কী কী?

১) খাদ্যতালিকায় চিনির মাত্রা কমান: সহজে রোগা হতে চেয়ে অনেকেই নিজের খুশি মতো ডায়েট প্ল্যান বানিয়ে নেন। চিনি বাদ দিয়ে দেদারে কৃত্রিম চিনির উপরেই ভরসা করেন। এতেই আসলে চরম ক্ষতি করছেন শরীরের। অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার অভ্যাস আমাদের লিভারের ব্যাপক ক্ষতি করে। ফ্রুকটোজ হোক কিংবা কৃত্রিম চিনি, লিভারের অসুখ ডেকে আনে।

২) ব্যথার ওষুধ কম খান: বেশ কিছু বেদনানাশক ওষুধ লিভারের ক্ষতি করে। কিছু প্যারাসিটামল বা কোলেস্টেরলের ওষুধও লিভারের প্রভূত ক্ষতি করে। ঘুম না হলে অনেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঘুমের ওষুধ খেতে শুরু করেন। এই অভ্যাসের কারণে লিভারের জটিল রোগে ভুগতে হতে পারে।

৩) জল বেশি করে খান: শরীর থেকে যতটা দূষিত পদার্থ বার করে দিতে পারবেন, লিভার ততটাই সুস্থ থাকবে। তাই বেশি করে জল খেতে হবে। তবেই প্রস্রাবের সঙ্গে শরীরের টক্সিন পদার্থগুলি বেরিয়ে যাবে। দিনে কয়েক বার গরম জলে পাতিলেবুর রস দিয়ে সেই জল খান। ডায়েটে রাখুন টক দইয়ের মতো প্রোবায়োটিক।

৪) পর্যাপ্ত ঘুম: সারা দিন কর্মব্যস্ততা আর রাত জেগে মোবাইলে চোখ রেখে সিনেমা দেখা সব মিলিয়ে ঘুমের সঙ্গে আপস। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দীর্ঘ দিন ঘুমের অভাব হলে তার প্রভাব পড়ে লিভারের উপরেও।

৫) ওজন কমান: শুধু সুন্দর দেখানোর জন্যই নয়, লিভার সুরক্ষিত রাখতে চাইলেও কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আমাদের শরীরে কার্বহাইড্রেট-প্রোটিন-ফ্যাটের সঠিক ভারসাম্য থাকা ভীষণ জরুরি। তবে ইদানীং বাড়ির খাবার নয়, বরং রেস্তরাঁর রেড মিট, বাইরের ভাজাভুজি, প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি খেয়ে অভ্যস্ত। আর এর জেরেই শরীরে ট্রান্স ফ্যাটের মাত্রা বাড়ছে। লিভারের পক্ষে এই ফ্যাট মোটেই ভাল নয়।

সন্তানকে বেশি বেশি সান্নিধ্য দিন

শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে থাকে তার মায়ের কাছ থেকেই। তাছাড়া একজন মা সারাটি জীবন সন্তানকে সবচেয়ে বেশি সময় দিয়ে থাকেন। সে কারণে মায়ের কাছ থেকে সে ভাষাও শিখে এবং সর্বক্ষেত্রে মাকে অনুসরণ করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিবো'। কিন্তু কালের প্রবাহে কোনো কোনো জায়গায় মায়ের ভালোবাসাও আজ কর্পোরেট। সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে অধিকাংশ মায়েরাই ভুলে গেছে একটি সন্তানকে মানুষ করতে গেলে তাকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়। সৌন্দর্য্য সচেতনতার নামে প্রতিযোগী এসব মা সন্তানকে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করে আয়া বুয়া কিংবা কাজের লোকের কাছে সন্তান রেখে হাল ফ্যাশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্তানের ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে তুলছে। এসব গড্ডলিকায় গা ভাসিয়ে দেয়া অনেক মায়ের সন্তানই তাই আজ ভুগছে মনস্তাত্ত্বিক নানাবিধ সমস্যায়। যার বাস্তব দেখা যায় উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের ক্ষেত্রে।

এখনকার শিশুদের শৈশব নেই বললেই চলে। যে বয়সে তারা সবুজ প্রকৃতির কাছে ছোটাছুটি করবে, সেই বয়সে একগাদা বই আর স্কুল ব্যাগের বোঝায় কাহিল আমাদের কোমলমতি শিশুরা। পাশাপাশি তাদের দুরন্ত শৈশবের ছোটাছুটি আর উচ্ছলাসকে হারিয়ে দিয়েছে কম্পিউটার গেমস, হিন্দি সিরিয়াল আর কার্টুন। যা শুধু তাদের মেধা ও মননকেই বাধাগ্রস্তই করছে না, পাশাপাশি তাদের নিয়ে যাচ্ছে অপসংস্কৃতি আর অনৈতিকার দিকে। ফলে সস্তা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে শিশুরা কম্পিউটার, ট্যাব আর টেলিভিশনকে বেছে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, 'ভবিষ্যতের প্রয়োজনে শিশুদের জন্য দরকার সুস্থ বিনোদন, পর্যাপ্ত খোলা মাঠ আর সবুজ প্রকৃতি। পাশাপাশি শিশুর সুস্থ বিনোদনের লক্ষ্যে অভিভাবকদের উচিত একটু সময় পেলেই শিশুকে সময় দিয়ে সবুজ প্রকৃতি কিংবা গ্রামে বেড়িয়ে নিয়ে আসা।

মূলত শৈশব শিশুর সার্বিক বিকাশের ওপর নির্ভর করে তার পরবর্তী জীবনের সুখ ও স্বাভাবিকতা। বর্তমানে কর্মব্যস্ততার কারণে অনেক শিশু পিতা-মাতার আদর স্নেহ ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত। নিঃসঙ্গ, একাকী ও অনাদরে-অবহেলায় যে শিশুরা বড় হয়, তারাই খারাপ সঙ্গ ও নানারকম অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। নেশা থেকে শুরু করে যাবতীয় অমানবিক কাজ করতেও তারা দ্বিধা করে না। ফলে অন্যের জীবন নিতে যেমন তারা দ্বিধা করে না, তেমনি আত্মঘাতী কাজ করতেও ভয় পায় না। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিটি বাবা-মায়ের উচিত শিশুকে যথেষ্ট সময় দেয়া।

একটি শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার জন্য দরকার খেলাধুলা ও সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। প্রত্যেক বাবা-মায়েরই উচিত শিশুর সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্নভাবে মেশা, সন্তান কার সঙ্গে মিশছে, কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে- সেগুলো খেয়াল রাখা। বেশি শাসন কিংবা বকাঝকা সন্তানের সঙ্গে বাবা-মায়ের সম্পর্ক দূরত্বের সৃষ্টি করে ও বিকারগ্রস্ত করে তোলে। তাই মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুকে শাসন করতে হবে তবে তা বকাঝকা কিংবা আঘাত করে নয় বরং মায়া মমতার ছোঁয়ায় বন্ধুর মতো তাকে সময় দিয়ে তার মনের কথা বের করে আনতে হবে। আসলে যুগ পাল্টে গেছে। আমাদের আমলে দাদা, নানা, নানিরা রাতে শুয়ে শুয়ে ভূত পেতী, রাক্ষস খোকস, পশু-পাখির গল্পসহ বিভিন্ন রূপকথার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াত আর এখনকার যুগের ছেলেমেয়েদের কীভাবে মাথার ওপর কয়েক টন পড়া ঢুকানো যায়, আমরা তা নিয়েই ব্যস্ত থাকি। গল্প তো দূরে থাক, নৈতিক শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতাটুকুও আমরা তাদের শেখাই না। একধরনের টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে আমাদের শিশুরা। তার ওপর রয়েছে বাবা-মার উগ্র চলাফেরা, সন্তানের সামনেই বাবা-মার ঝগড়াঝাটি, কটু কথা, গায়ে হাত তোলা ইত্যাদি। যা তাদের নিয়ে যাচ্ছে এক ভয়াবহ বিপদগামীতার পথে। বলার অপেক্ষা রাখে না একটি সন্তান একদিনে হুট করে মাদকাসক্ত কিংবা জঙ্গি হয়ে ওঠে না। এর পিছনে রয়েছে দিনের পর দিন বাবা-মার গাফিলতি ও সন্তান সম্পর্কে খোঁজ খবর না নেয়া।

সন্তান মানুষ করার নামে আমরা সবাই কেমন যেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। সবাই ব্যস্ত কিভাবে বড় বড় অট্টালিকা, গাড়ি, ব্যাংক-ব্যালেন্স, ব্যবসা বাড়ানো যায়। যা কিনা তার প্রজন্মরা যুগের পর যুগ ভোগ করবে। শুধু তাই নয়, বিদেশে বেড়াতে যাওয়া বা প্রিয়জনকে দামি উপহার দেয়ার জন্য আজকাল ব্যাংকগুলো মানুষকে শতভাগ পুঁজিবাদী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ করে দিচ্ছে। তাই নিজের ক্যারিয়ার গড়ার পাশাপাশি সন্তানকে কতটা নামিদামি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো যায় এই প্রতিযোগিতাতেও নামছে মা-বাবা। অবস্থা এমন যেন দেশে কিংবা বিদেশে দামি স্কুল, কলেজে পড়াতে পারলেই সন্তান মানুষ হতে পারবে। উন্নত জীবনযাপন, উন্নত জায়গায় পড়াশোনা, দামি রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া, বিদেশ ভ্রমণ, পার্টি, মাস্তি ইত্যাদি না করলে যে সমাজে স্ট্যাটাস বলতে আর কিছু থাকবে না এই ভাবতে ভাবতে উচ্চবিত্ত অনেক মা-বাবাই ভুলে যান এসবের চেয়ে তার সন্তানের বড় প্রয়োজন বাবা-মার সঙ্গে একটু সঙ্গ পাওয়া। বাবা-মার এই প্রতিযোগিতার দুর্বল সুযোগে সন্তান কখন যেন উচ্ছন্নে চলে যায় তা খেয়াল করার সময় নেই।

বয়ঃসন্ধিকালটি প্রতিটি ছেলে-মেয়ের জন্য একটি অন্যরকম সময়। এ সময় থেকে তাদের শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তাই প্রতিটি বাবা-মায়েরই উচিত এই সময় থেকে সন্তানের প্রতি আরো বেশি যতশীল হওয়া। তাদের ওই বয়সের গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য বিষয়গুলো সহজ ও সরলভাবে মনোবৈজ্ঞানিক কৌশলে বোঝাতে হবে। যেটা অনেক মা-বাবাই এড়িয়ে যান। আবার সন্তান কোন ক্ষেত্রে ভুল বা অন্যায় করে ফেলে বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে অপরাধবোধ ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে বাবা-মা হিসেবে আপনার দায়িত্ব হবে তার সঙ্গে রাগারাগি বা অপমান না করে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার শক্তি জোগানো তবেই সন্তানের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি না হলে সন্তান মানসিক বৈকল্যে ভুগবে, দ্বারস্থ হবে অসৎ বন্ধুত্বে। উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন একটি জাতি গঠনে সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। বলা হয়ে থাকে একটি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চাইলে আগে তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করো। কিছু অপসংস্কৃতির ছোবল আমাদের হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে আজ হত্যা করতে বসেছে। আবার আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে মিথষ্ক্রিয়া। হিন্দি, ওয়েস্টার্ন আর আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি আজ মৃতপ্রায়। আমাদের মায়েরা একদিকে যেমন দেশীয় চ্যানেলের পরিবর্তে সারাদিন মেতে আছেন স্টার জলসা, স্টারপ্লাস, জি বাংলা নামক চ্যানেল নিয়ে তেমনি সন্তানের হাতে অল্প বয়সে তুলে দিচ্ছেন ট্যাব, মোবাইল, ল্যাপটপ। যার স্পর্শে আপনার সন্তান দিনের পর দিন গুগল, ইউটিউব আর ফেসবুকে বসে অশ্লীল সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে আর অসৎ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে প্রতিটি মুহূর্তে সর্বনাশ করছে নিজের ভবিষ্যৎ।

শুধু মা-বাবাই নন, মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের নৈতিক অধঃপতন ও আজ কোমলমতি শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও নৈতিকভাবে বেড়ে ওঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর কিংবা অন্য কোনোভাবে লোভ দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মগজ ধোলাই করে কিছু কিছু শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে গড়ে তুলছেন অবৈধ সম্পর্ক আবার কেউ কেউ ছাত্রদের নিয়ে যাচ্ছেন কুপথে। গুলশানের জঙ্গি হামলা ও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী ধর্ষণে সে প্রমাণ মেলে। তাই শুধু যে ইংরেজি শিক্ষাই একটি ছাত্র কিংবা সন্তানের জন্য মঙ্গলকর হবে সেটা ভুলে বাবা মায়ের উচিত সন্তানকে স্কুল কিংবা ভার্সিটিতে দেয়ার আগে সে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নেয়া। মাঝে মাঝে সন্তানের মঙ্গলের জন্য বাবা-মার উচিত প্রতিষ্ঠানে যাওয়া এবং সন্তানের বন্ধুদের সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ খবর নেয়া।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার প্রায় বিলুপ্ত। ফলে আমাদের মনমানসিকতা, চলাফেরা অনেক বেশি সংকীর্ণ। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দুরবস্থা, আত্মকর্মসংস্থানের অভাব, আধুনিক জীবনের হাতছানির কারণে পরিবারগুলো দিনে দিনে ছোট ছোট আকারে বিভক্ত হচ্ছে। ব্যক্তিগত সুবিধার কারণেও তৈরি হচ্ছে ছোট পরিবার। যৌথ পরিবারে থাকার সুবিধা হচ্ছে সবাই মিলে সবকিছু ভাগাভাগি করা যায়, সুখে দুঃখে পরস্পরের পাশে থাকা যায়। ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারে মানুষ সমাজের সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করে থাকে। ফলে নানারকম নিষ্ঠুরতা, অবহেলা, সহিংসতাপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশও পারিপার্শ্বিকতা একটা শিশুর মধ্যে যে মানসিক জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তা থেকে অনেকটাই রক্ষা পেতে পারে শিশুরা।

প্রতিটি বাবা-মাই তার সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। দেখা যায় যেসব পরিবার সন্তানের প্রতি উদাসীন, পারিবারিক বোঝাপড়া কম, দায়িত্ব কর্তব্যবোধ নেই সেসব পরিবারের সন্তান উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবনযাপন করাসহ সমাজে নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে। যাদের বেশির ভাগই ধনী কিংবা দরিদ্র ও বস্তিবাসী। প্রত্যেক বাবা-মায়েরই কর্তব্য হলো শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে লক্ষ্য রাখা। অভিজাত কোনো কোনো এলাকায় মা-বাবা, যুবক-যুবতী সন্তানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ, অনেক বাবা-মা আবার জিম্মি হয়ে হয়ে আছেন সন্তানের কাছে। ইদানীং আবার বাবা-মাকে হত্যার কথাও শোনা যাচ্ছে। কোন কোন ঘরে সন্তান নিয়ে জঙ্কলছে অশান্তির আগুন। প্রকৃতপক্ষে স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হলে এমন সমস্যা হওয়ার কথা ছিল না। এখানে রয়েছে সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে এক ধরনের মানসিক গ্যাপ, যা থেকে সন্তান উচ্ছন্নে চলে যায়। তাই সন্তানকে বেশি বেশি সান্নিধ্য দিন। পাশাপাশি সন্তানকে স্বাধীনতা দেবেন, তবে লাটাইয়ের সুতাটা নিজের হাতে রেখে। তা না হলে সুতা একবার আলগা হলে কিংবা ছিঁড়ে গেলে তাকে বশে আনা মুশকিল হবে।

আবারও বলার সময়, আমি থাকি নিজ মনে

বিমল করের অসময় উপন্যাসের নায়ক অবিন এক বার পুরনো পত্রিকার তাড়া খুলে তার বাল্যে প্রয়াত মায়ের একটি ছোট্ট পদ্য ছাপার অক্ষরে আবিষ্কার করেছিল। সেই পদ্যের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ছিল, আমি থাকি নিজ মনে। অবিনের মনে হয়েছিল, এই সংসারের মধ্যে তার মায়ের একটি নিজস্ব জগৎ ছিল আসলে। যেখানে তিনি নিঃসঙ্গ, নিজের দুঃখের সঙ্গে নিজে একলাটি। আমি থাকি নিজ মনে, যেন সেই একান্ত নির্জনতার একটি উচ্চারণ। অবিনের মা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কথা জানতেন না। জানতেন না নারীবাদের কথাও। কিন্তু সাংসারিক ঘনঘোরের মধ্যে নিজ মনটিকে বাঁচিয়ে রাখা আর সেই মনকে সঙ্গ দেওয়ার কাজটি তিনি সঙ্গোপনে করে গিয়েছিলেন। নারী দিবস, নারীবাদ নিয়ে আলাপ-আলোচনার পরিসর ইদানীং বহুলাংশে বেড়েছে। মেয়েদের জীবন, মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের কাজ, মেয়েদের আত্মপ্রকাশ নিয়ে তর্কবিতর্কের খই ফুটছে সর্বত্র। সেটা এক দিক থেকে অনেকখানি আশার কথা অবশ্যই। কিন্তু প্রতিস্বরও ক্রমশ বাঁধা সড়কে পর্যবসিত হলে নিজ মনটি কোথাও হারিয়ে যায় কি না, সে কথাটাও বোধ হয় ভেবে দেখা দরকার। ১৯৭৭ সাল থেকে ৮ মার্চ দিনটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯১৭ সালের ৮ মার্চ (গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার) যখন রাশিয়ার নারী-শ্রমিকরা রুটি আর শান্তির

দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের জন্য ভোটাধিকার আদায় করে ছেড়েছিলেন, তখন তাঁরা জানতেন না, ৮ মার্চ এক দিন সারা পৃথিবী জুড়ে নারী-আন্দোলনের অন্যতম দিশারি হয়ে উঠবে। তাঁদের সেই অর্জন এবং নারী-আন্দোলনের ধারাবাহিকতার অর্জনই ৮ মার্চকে বিশ্বব্যাপী উদ্যাপনের মূল ধারায় সংযুক্ত করেছে। নারীর অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে এর গুরুত্ব অসীম। কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও মনে রাখা দরকার, শুধু মনে রাখা নয়, সচেতন থাকা দরকার যে যখনই কোনও প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠ ধীরে ধীরে তার নিজেরই সাফল্যে, নিজেরই শক্তিতে মূলস্রোতে মিশতে থাকে, মূলস্রোতও তার নিজস্ব জড়িবুটি সহযোগে সেই কণ্ঠকে নিজের মতো করে গড়েপিটে নেওয়ার চেষ্টা করে। নারী দিবসের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। বিশেষত কর্পোরেট সংস্কৃতি আজকাল যে ভাবে নারী দিবসকে কেন্দ্র করে তার বাজার ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা নারী দিবসের উদ্দেশ্য-বিধেয় গুলিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।স্বস্তির কথা এই যে, গুলিয়ে দেওয়ার এই প্রয়াস সম্পর্কে নারী-আন্দোলন অন্ধ হয়ে বসে নেই। বাজারি মুনাফার ফাঁদে বোড়ে হয়ে যাওয়ার বিপদ নিয়ে লেখালিখি চোখে পড়ে মাঝেমধ্যেই। কিন্তু তার পরেও গুটিকয় দুশ্চিন্তার জায়গা থেকেই যাচ্ছে। বাজারি অর্থনীতি কী ভাবে নারী দিবসকে আত্মসাৎ করতে চায়, সেটা নজর করা আদতে খুব কঠিন নয়। বিজ্ঞাপনের বহরেই তা চোখ টানতে বাধ্য। কিন্তু এই প্রতাপী দৃশ্যমানতার পিছনে অন্তঃসলিলা যে 'সফল নারী'র নির্মাণ, তা নিয়ে কথাবার্তা কম। উদ্বেগের জায়গা সেখানেই। কারণ, এই 'সাফল্য'-এর গ্রন্থনা কিন্তু গ্রাস করার ক্ষমতা রাখে নারী-আন্দোলনের বড় অংশকেও।যে কোনও আন্দোলন, সংগ্রামই জয়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখে, রাখে সাফল্যের চাহিদা। ধাপে ধাপে তার চৌহদ্দি বাড়ে। এক সাফল্য আর এক সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আবার যে প্রতিষ্ঠান, যে ক্ষমতা-কাঠামোর বিরুদ্ধে তার লড়াই, সাফল্যের কাহিনি বেচতে সে সদাই প্রস্তুত। সাফল্যের বাজার-মূল্য তখন স্বয়ংক্রিয় হয়ে এই 'অন্য' 'ভিন্ন' সাফল্যকেও তার ঝোলায় পুরে নেয়। সমষ্টির সাফল্য আর ব্যক্তির সাফল্যের ভারসাম্যরেখা ঝাপসা হতে শুরু করে। নারীবাদীও তখন সেলেব্রিটি হন। নারীর লড়াই মিডিয়ার খাদ্য হয়। নারীর নানাবিধ অর্জন-কাহিনি জনমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

এর কোনওটাই ফেলনা নয়, নয় পুরোপুরি অবাঞ্ছিতও। জনসচেতনতার বিস্তারে এর প্রয়োজনকে কোনও ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার সঙ্গেই ওত পেতে থাকে দ্বিবিধ বিপদ। সফলতাকেই জীবনের বীজমন্ত্র করে তোলার যে বাজারি প্রণোদনা সর্বদা ক্রিয়াশীল, নিজের অজানিতেই কোথাও তার খোপে পা দিয়ে ফেলে নারী। নারীর সাফল্যেই নারীর মূল্য নির্ধারিত হতে থাকে। আর অন্য দিকে, সফল হয়ে ওঠার চাপ, নিজেকে বাজারে 'প্রমাণ' করার এক প্রবল তাগিদ আচ্ছন্ন করে ফেলে বৃহত্তর নারীসমাজকেও। যত ক্ষণ না কোনও বিক্রয়যোগ্য সফলতার নজির সে গড়তে পারছে, তত ক্ষণ এমনকি নারীবাদের প্রাতিষ্ঠানিক আঙিনাতেও যেন সে অপাঙ্‌ক্তেয় হতে থাকে অনেকাংশে। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার পরিসর তো ছেড়েই দেওয়া গেল। সুতরাং ফেসবুকে রান্নার ছবি দিয়েই হোক, কি ইউটিউবে গান গেয়েই হোক কি নিরন্তর নিজের ছবি সাঁটিয়ে দিয়েই হোক আত্মকে ক্রমাগত বিপণন করতে না পারলে যেন আজ আর তার শান্তি নেই।

উনিশ শতকের বাংলায় রাসসুন্দরী দেবী যখন নিজের জীবনকথা লিখতে শুরু করেছিলেন, তাঁর ধারণাও ছিল না, তিনি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম দিচ্ছেন। তিনি লিখেছিলেন তাঁর আপন খেয়ালে, মনের টানে। পথিকৃৎ হয়ে ওঠার বাসনা তাঁকে তাড়া করেনি। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত গদ্যই নারীর স্বলিখন, নারীর স্বীয় সত্তার প্রকাশ আর সময়ের মুদ্রিত নথি হয়ে থেকে গিয়েছে ইতিহাসে। নিজেকে ব্যক্তি হিসেবে জানা এবং জানান দেওয়ার জন্য অনেক পথ হাঁটতে হয়েছে মেয়েদের। যা কিছু ব্যক্তিগত তা-ও যে রাজনৈতিক, এ কথা নারী-আন্দোলনই জোর গলায় বলতে শিখিয়েছিল অনেক দশক পরে। এ বার সময় এসেছে, ব্যক্তিগততার পরিসরটুকু বাঁচিয়ে রাখার ব্রতকে একটি রাজনৈতিক কর্তব্য করে তোলার। পুরুষের তৈরি সদর আর অন্দরের চৌকাঠ গুঁড়িয়ে দেওয়ার ভার নারীকেই নিতে হয়েছিল এক দিন। এখন মনন-যাপনের সব রকম নিভৃতি যখন ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে, ভিতর ঘরে খিল দেওয়ার দায়িত্বও তারই নেওয়া দরকার সবার আগে। ব্যক্তিসত্তার নির্ঘোষকে স্বগর্বী নিমগ্নতায় পর্যবসিত করতে পারলে আদতে কার লাভ, এই প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়ার রোখ দেখানোর কথা তারই। পলে পলে নিজেই নিজের ফেরিওয়ালা হয়ে ওঠার সর্বনাশা রোগ নিবারণের ডাক দেওয়ার তাগিদ নারীবাদী নৈতিকতার উঠোন থেকেই তো আসা উচিত। নচেৎ আত্মরতির আগ্রাসন, যা কিনা চরিত্রে পুরুষ, এক দিন আত্মবিলোপের দিকে ঠেলে দেবে নারীকে।ঘরের শিকল অনেকখানি ভেঙেছে নারী, বহুলাংশে ভেঙেছে মনের পাঁচিলও। এ বার কিন্তু সযত্নে একান্ত আমিটিকে আগলানোর সময়। নারীত্বের ধ্বজা ওড়ানো ঠিকাদারি মোচ্ছবকে এড়িয়ে চলার সময়। নারীশক্তির উদ্যাপন যখন কায়েমি ছকের ঘুঁটি, সেই শক্তিপীঠে নিজ নিজ দোকান খোলার দৌড় থেকে বিরাম নিয়ে আবারও বলার সময়, আমি থাকি নিজ মনে।

দিল্লির সঙ্গে আরও দৃঢ় সম্পর্ক চাইছে ইউরোপ!

‘রুশ-ঘনিষ্ঠতা’ নিয়ে চিন্তা থাকলেও ট্রাম্পদের দাবির বিপরীতেই হাঁটছে ইইউ

নয়াদিল্লি ঃ আমেরিকা চাইছে, রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর শুল্ক চাপাক ইউরোপীয় ইউনিয়ন। নয়াদিল্লি এবং রাশিয়ার সম্পর্ক নিয়ে চিন্তিত ইউরোপও। তবে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চায় না তারা। কেন? সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছে ইউরোপ। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে চায় ইউরোপ। বুধবার এক বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, বাণিজ্য-সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে আরও নিবিড় সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করতে চায় তারা। মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক নিয়ে আমেরিকার মতো উদ্বেগ রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চাইছেন, ভারতের উপর শুল্ক চাপাক ইউরোপও। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বুধবারের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট, নয়াদিল্লি-মস্কো সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পথেই এগোতে চায় তারা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওই বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকির জটিলতা গোটা বিশ্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও দ্রুত বদল আসছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক আরও নিবিড় হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে তারা। তবে তারা এ-ও জানিয়েছে, ভারতের উচিত রাশিয়াকে সাহায্য করা বন্ধ করে দেওয়া। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণ মোকাবিলা করার সমস্ত দিক নিয়ে তারা ভারতের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবে বলেও জানিয়েছে বিবৃতিতে। বস্তুত, রাশিয়া এবং বেলারুশের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়ায় যোগ দিয়েছে ভারত। ওই যৌথ সামরিক মহড়ায় ৬৫টি বাহিনী পাঠিয়েছে ভারত। সম্প্রতি চিন সফরে গিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকও সেরেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সার্বিক সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে ইউরোপের। বুধবার ভারত প্রসঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুখ্য কূটনীতিক কাজা কালাস বলেন, “(রাশিয়ার সঙ্গে) সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ, তেল কেনা, সম্পর্ক আরও গভীর করা এগুলি সবই আমাদের সহযোগিতার পথে প্রতিবন্ধকতা।” ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ‘প্রতিবন্ধকতা’র কথা উল্লেখ করলেও নয়াদিল্লির সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চায় না ইউরোপ। কালাসের বক্তব্য, ভারতের সঙ্গে তাদের দূরত্ব তৈরি হলে, ইউরোপের ‘শত্রুরাষ্ট্রগুলি’ সেই শূন্যস্থান পূরণ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। সেই সুযোগ দিতে চাইছে না ইউরোপ। ইউরোপীয় জোটের মুখ্য কূটনীতিকের কথায়, “প্রশ্নটি হল আমরা কি এই শূন্যস্থান অন্য কাউকে পূরণ করার জন্য ছেড়ে দেব? নাকি নিজেরাই সেটা পূরণ করার চেষ্টা করব।”

বস্তুত, আমেরিকার কূটনৈতিক অবস্থান নিয়ে সম্প্রতি এক ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কী চাইছেন, তা স্পষ্ট নয়। এক এক সময়ে, এক এক ধরনের মন্তব্য করছেন তিনি এবং তাঁর প্রশাসন। সম্প্রতি ট্রাম্প নিজেই ভারতের প্রসঙ্গে সুর নরম করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা আদৌ সহজ ছিল না। শুল্কের জন্য যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, তা-ও মেনে নিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি তিনি এ-ও জানিয়েছিলেন, বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা কাটানোর জন্য তাঁর প্রশাসন ভারতের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলতে চান, সে কথাও জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। মঙ্গলবার দিল্লিতে এসে বাণিজ্য নিয়ে আলোচনাও সেরে গিয়েছে আমেরিকার প্রতিনিধিদল।

এক দিকে যখন বাণিজ্য নিয়ে এই আলোচনা চলছে, অন্য দিকে ভারতের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপানোর জন্য ইউরোপকে চাপ দিচ্ছে ট্রাম্পের প্রশাসন। গত শুক্রবারও এ বিষয়ে জি-৭ গোষ্ঠী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপর চাপ তৈরি করেছে আমেরিকা। তারা চায়, রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য চিন এবং ভারতের উপর শুল্ক চাপাক জি-৭ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বুধবারের বিবৃতিতে স্পষ্ট, তারা ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বকে নষ্ট করতে চায় না।

গভীর রাতে ফের মেঘভাঙা বৃষ্টি উত্তরাখণ্ডে!

নয়াদিল্লি ঃ সোমবার রাতেও দেহরাদূন-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এখনও আটকে রয়েছেন বহু মানুষ। তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। ফের মেঘভাঙা বৃষ্টি উত্তরাখণ্ডে! বুধবার গভীর রাতের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলা। ধুয়েমুছে গিয়েছে গ্রাম, একাধিক ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত অন্তত ১০ জন নিখোঁজ। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে দু’জনকে। তবে এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে অনেকে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে ধস নেমেছে দেবপ্রয়াগেও। বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের উপর ধস নেমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তা। বুধবার গভীর রাতে চামোলির নন্দনগরে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেঘভাঙা বৃষ্টির পর উপর থেকে প্রবল বেগে নেমে আসে কাদা-মাটি-পাথরের স্তূপ। ধুয়েমুছে যায় গোটা গ্রাম। অন্তত ছ’টি বাড়ি খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। সকালে ধ্বংসস্তূপ থেকে দু’জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও অনেকের কোনও খোঁজ মিলছে না। উদ্ধার অভিযান চলছে। তবে মৌসম ভবন জানিয়েছে, এখনই বৃষ্টি থামবে না চামোলিতে। বৃহস্পতিবারও সেখানে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ব্যাহত হচ্ছে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাত থেকেই চামোলিতে শুরু হয় মুষলধারে বর্ষণ। প্রবল বেগে কাদামাটির স্রোত বইতে শুরু করে। একে একে ভেঙে পড়তে থাকে ঘরবাড়ি। এখনও বহু মানুষ তাঁদের বাড়িতে আটকে রয়েছেন। প্রসঙ্গত, চলতি মরসুমে একের পর এক মেঘভাঙা বৃষ্টি আর হড়পা বানে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলের বিস্তীর্ণ অংশ। গত ৫ অগস্ট উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে আচমকা ক্ষীরগঙ্গা নদীতে হড়পা বান নামে। জলের তোড়ে সুক্কি, ধরালী-সহ একাধিক গ্রাম ধুয়েমুছে যায়। একের পর এক ঘরবাড়ি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। সরকারি হিসাবে মৃত পাঁচ। এখনও নিখোঁজ অনেকে। তার পর থেকে উত্তরাখণ্ডের পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। সোমবার রাতেও দেহরাদূন-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এখনও আটকে রয়েছেন বহু মানুষ। তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে।

মঞ্চে তিনি মোদীর পিছনে!

সাংসদ পাপ্পু জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রীকে, বিহারে জল্পনা

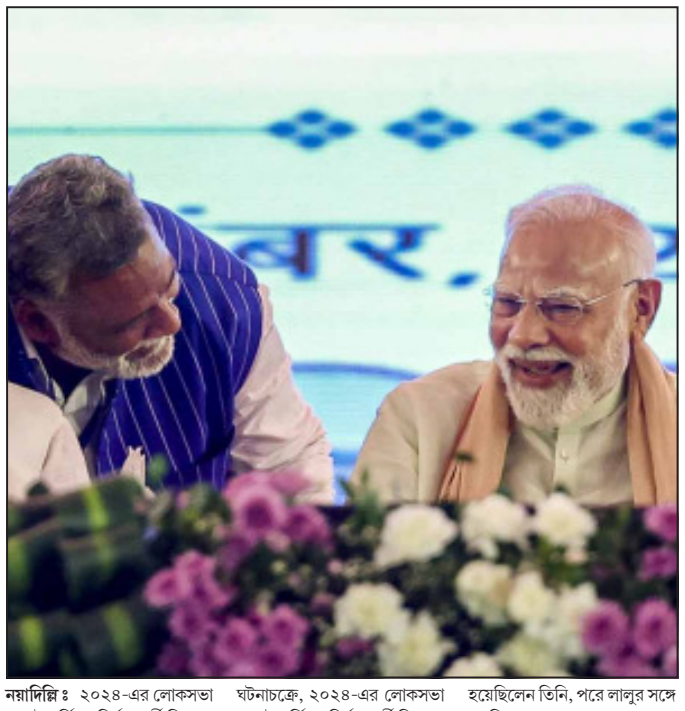

নয়াদিল্লি ঃ ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে পূর্ণিয়ায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে জেতা পাপ্পু যাদব গত মাসে আগাগোড়া হাজির ছিলেন রাহুল গান্ধীর ১৬ দিনের ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’য়। তেজস্বী যাদবের স্তুতিও করেছিলেন।

বিধানসভা ভোটের আগে নতুন জল্পনা দানা বাঁধল বিহারের রাজনীতিতে। সৌজন্যে, পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব। বুধবার ৭৫ বছরে পা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে একটি ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন পাপ্পু। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে আলোচনা।

গত সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রী মোদী কলকাতা থেকে পূর্ণিয়ায় গিয়ে উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছিলেন প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের। সরকারি সেই কর্মসূচিতে ছিলেন পাপ্পুও। প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সেই ছবিই পোস্ট করেছেন পাপ্পু। চলতি বছরের নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তার আগে পাপ্পুর সমাজমাধ্যমে মোদীর উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে পূর্ণিয়ায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে জেতা পাপ্পু যাদব গত মাসে আগাগোড়া হাজির ছিলেন রাহুল গান্ধীর ১৬ দিনের ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’য়। সেখানে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে ‘বিহারবাসীর আশার আলো’ বলেছিলেন তিনি। এর পর দিল্লিতে রাহুল এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের সঙ্গেও বৈঠকে দেখা গিয়েছে তাঁকে। পাপ্পুর স্ত্রী রঞ্জিতা প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এবং বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী। এই পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রী মিলে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

যদিও অনেকে মনে করছেন, বিহারের আসন্ন বিধানসভা ভোটে অনুগামীদের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার জন্য বিজেপি বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র উপর চাপ বাড়াতেই এমন কৌশল নিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, পূর্ব-মধ্য বিহারের পূর্ণিয়া এবং আশপাশের অঞ্চলের (‘সীমাঞ্চল’ যা নামে পরিচিত) ‘বাহুবলী’ নেতা হিসাবে পরিচিত পাপ্পু একদা লালুর আস্থাভাজন ছিলেন। সিপিএম নেতা অজিত সরকারের খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি, পরে লালুর সঙ্গে মতবিরোধের কারণে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন পাপ্পু। পরে আবার আরজেডিতে ফিরে যান।

২০১৪-র লোকসভা ভোটে মধেপুরা আসনে আরজেডি প্রার্থী হিসাবে জেডি(ইউ)-এর শরদ যাদবকে হারিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ২০১৫-য় লালুর সঙ্গে মতবিরোধের কারণে আরজেডি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এর পরে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসে ফিরে এলেও বিহারের পূর্ণিয়া আসনটি পাপ্পুকে ছাড়েননি তেজস্বী। বরং সেখানে আরজেডি প্রার্থীর প্রচারে গিয়ে পাপ্পুর নাম না করে তেজস্বী বলেছিলেন, “হয় আমাদের ভোট দিন, নয়তো এনডিএ প্রার্থীকে। নির্দলকে কখনও ভোট দেবেন না।” যদিও শেষ পর্যন্ত জিতেছিলেন নির্দল পাপ্পুই। অন্য দিকে, আরজেডির জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। বিহারের আসন্ন বিধানসভা ভোটে আসন বন্টন নিয়ে ইতিমধ্যেই কংগ্রেস-আরজেডির টানাপড়েন শুরু হয়েছে। এই আবহে পাপ্পুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিহারের পরে এ বার দিল্লিতে ভোটার তালিকার এসআইআর, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল কমিশন

নয়াদিল্লি ঃ দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত। দিল্লির সিইও-র ওয়েবসাইটে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা আপলোডও করা হয়েছে।

এ বার দেশের রাজধানী দিল্লিতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন (এসআইআর) শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই বুধবার সরকারি নির্দেশিকার উল্লেখ জানিয়েছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় দিল্লির যে ভোটারদের বা তাঁদের অভিভাবকদের নাম নেই তাঁদের পরিচয়পত্র দিতে হবে।

দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত। দিল্লির সিইও-র ওয়েবসাইটে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা আপলোডও করা হয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, কারও নাম না থাকলে তাঁদের বৈধ নথি প্রস্তুত রাখতে হবে। যাতে সমীক্ষার সময় সমস্যায় পড়তে না হয়।

দিল্লির সিইওর ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য দেশজুড়ে ভোটার তালিকার এসআইআর শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দিল্লিতেও সেই প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে সিইও-র দফতর। ইতিমধ্যেই দিল্লির প্রতিটি বিধানসভা আসনে নির্বাচন কমিশনের তরফে ‘বুথ লেভেল অফিসার’ (বিএলও)-দের মনোনয়ন ও নিয়োগপর্ব হয়ে গিয়েছে। তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে সিইও-র দফতর। প্রসঙ্গত, দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে বিহারে এসআইআর করেছে কমিশন।

গত দু’মাসের তুলনায় রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বাড়ল দিল্লির!

নয়াদিল্লি ঃ অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে যে চুক্তিগুলি হয়, তা সাধারণত সরবরাহের ৬-৮ সপ্তাহ আগে চূড়ান্ত করা হয়। অর্থাৎ, সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধে যে তেল আমদানি করা হচ্ছে, তা মূলত জুলাই মাসের শেষ দিকে এবং অগস্টের শুরুর দিকে চূড়ান্ত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

সেপ্টেম্বরে এখনও পর্যন্ত বেশ ভাল পরিমাণেই রাশিয়া থেকে তেল আমদানি চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। সামান্য পরিমাণে হলেও গত দু’মাসের তুলনায় মস্কো থেকে তেল আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে কূটনৈতিক চাপানউতর বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে রাশিয়া থেকে তেল আমদানির সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে ইঙ্গিত মিলছে, ট্রাম্পের হুঁশিয়ারিতে বিশেষ প্রভাব পড়েনি। যদিও শুল্ক-কোপের সার্বিক প্রভাব পড়েছে কি না, তা স্পষ্ট হতে আরও কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে। অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে যে চুক্তিগুলি হয়, তা সাধারণত সরবরাহের ৬-৮ সপ্তাহ আগে চূড়ান্ত করা হয়। অর্থাৎ, সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধে যে তেল আমদানি করা হচ্ছে, তা মূলত জুলাই মাসের শেষ দিকে এবং অগস্টের শুরুর দিকে চূড়ান্ত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। বস্তুত, ওই সময়েই (৩০ জুলাই) ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন ট্রাম্প। সঙ্গে রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে ‘জরিমানা’র হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। পরে গত ৬ অগস্ট রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপান ট্রাম্প, যা কার্যকর হয় ২৭ অগস্ট থেকে। বাণিজ্য বিশ্লেষকদের অনুমান, দ্বিতীয় শুল্ক চাপানোর ফলে কোনও প্রভাব পড়েছে কি না, তা সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরে আরও স্পষ্ট হতে পারে।

বিশ্ববাজারের রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহকারী সংস্থা কেপলারের তথ্য অনুসারে, সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৬ দিনে রাশিয়া থেকে প্রতি দিন ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার ব্যারেল তেল আমদানি করেছে ভারত। গত দু’মাসের তুলনায় এই পরিসংখ্যান কিছুটা বেশি। গত জুলাইয়ে প্রতি দিন ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার ব্যারেল এবং অগস্টে প্রতি দিন ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার ব্যারেল তেল আমদানি হয়েছে মস্কো থেকে। সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ জানাচ্ছে, ১-১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাশিয়ার বন্দরে ভারতের জন্য তেল প্রতিদিন ১২ লক্ষ ২০ ব্যারেল তেল ‘লোড’ করা হয়েছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিসংখ্যান আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। কারণ, রাশিয়া থেকে অশোধিত তেল বোঝাই বেশ কিছু ট্যাঙ্কার মিশরের সৈয়দ বন্দরের দিকে যাচ্ছে। সেগুলির চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল এখনও স্পষ্ট নয়। তবে গত কয়েক মাস ধরে এই ট্যাঙ্কারগুলিতে নিয়মিত ভাবে ভারতের বিভিন্ন বন্দরে অশোধিত তেল এসেছে। তা থেকে বিশ্লেষকদের অনুমান, ওই ট্যাঙ্কারগুলির একটি বড় অংশ ভারতেও আসবে।

বর্তমানে রাশিয়ার অশোধিত তেল সবচেয়ে বেশি কেনে চিন এবং তার পরেই রয়েছে ভারত। সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্প বার বার অভিযোগ করেছেন, তেল বিক্রির অর্থ ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করছে রাশিয়া। তাঁর দাবি, রাশিয়া থেকে তেল কেনার ফলে যুদ্ধে প্রকারান্তরে রাশিয়াকে সাহায্য করা হচ্ছে। ভারতের উপর শুল্ক চাপানোর নেপথ্যেও সেটিই কারণ, তা-ও স্পষ্ট করেছেন ট্রাম্প। তবে সেপ্টেম্বর মাসের প্রাথমিক পরিসংখ্যান বলছে, আমেরিকার শুল্ক-হুমকির পরেও মস্কো থেকে তেল আমদানিতে পিছু হটেনি ভারত। যদিও জুলাই-অগস্ট মাসে ভারতে রাশিয়া থেকে তেল কেনার হার তুলনামূলক ভাবে কিছুটা কমেছিল। তবে জ্বালানি শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের মতে, ট্রাম্পের চাপের কারণে তা হয়নি। আমেরিকা ভারতের উপর শুল্ক চাপানোর আগেই তেল কেনার ওই চুক্তিগুলি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। মূলত মস্কো তেলের উপর ছাড় কমিয়ে দেওয়ার কারণেই ওই সময় জ্বালানি কেনার হার কিছুটা কমেছিল বলে মত বিশ্লেষকদের। বস্তুত, নয়াদিল্লিও ধারাবাহিক ভাবে বলে আসছে, ভারত যেখানে সবচেয়ে ভাল সুবিধা পাবে, কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সেখান থেকেই তেল কিনবে। বর্তমানে রাশিয়া থেকে তেল কেনার উপর কোনও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা নেই। এটি মূলত ট্রাম্পের একতরফা একটি সিদ্ধান্ত।

বিয়ের পর বন্ধুদের জন্য ‘বিশেষ’ পার্টির ব্যবস্থা করেন

হোটেলে এসকর্টের মুখ দেখে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যুবকের

নয়াদিল্লি ঃ এক বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থার মালিক সম্প্রতি একটি পডকাস্টে এসে ওই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। কী ভাবে তদন্ত করতে গিয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় তাঁর, তা-ও জানিয়েছেন।

বিয়েকে সাধারণত ভালবাসা, বিশ্বাস এবং বোঝাপড়ার ভিত্তির উপর তৈরি একটি বন্ধন হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু কখনও কখনও সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় না। নিজেদের কারণেই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় অনেক দম্পতিকে। এমন ঘটনাও ঘটে যা দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিশ্বাসের ভিত নষ্ট করে দেয়। সে রকমই একটি ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এনেছেন এক গোয়েন্দা। তিনি যে অনন্য ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছেন নেটাগরিকেরা। বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থার মালিক ওই গোয়েন্দা সম্প্রতি একটি পডকাস্টে এসে ওই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। কী ভাবে তদন্ত করতে গিয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় তাঁর, তা-ও জানিয়েছেন। ওই গোয়েন্দা জানিয়েছেন, মুম্বইয়ের এক তরুণীর সঙ্গে মফস্সলের বাসিন্দা এক যুবকের বিয়ে হয়। যুবক ওই মফস্সলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের এক জন ছিলেন।

গোয়েন্দার কথায়, “তরুণ বেশ আধুনিক ছিলেন। মফস্সলের বাসিন্দা হলেও তিনি পড়াশোনা করেছিলেন বিদেশে। কিন্তু বিয়ের মাস দুয়েক পর তরুণী তাঁর বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন। আর শ্বশুরবাড়িতে ফিরতে রাজি হননি।

তাঁদের মধ্যে ঠিক কী হয়েছিল, তা নিয়ে ওই তরুণ বা তরুণী, কেউই মুখ খোলেননি। কেউ কাউকে দোষারোপও করেননি। দু’জনেই শুধু বিচ্ছেদের কথা জানিয়ে দেন।” এর পরেই তরুণীর বাবা-মা উদ্বিগ্ন হয়ে ওই গোয়েন্দার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তদন্ত করে সমস্যা খুঁজে বার করার অনুরোধ করেন। তরুণীর বাবা-মায়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে ওই যুবকের উপর নজর রাখা শুরু করেন তিনি এবং তাঁর দল। গোয়েন্দা বলেন, “আমরা দেখি যে যুবক বাড়ি থেকে অফিসে যেতেন। আবার অফিস হয়ে গেলে সোজা বাড়ি ফিরতেন। তার জীবনে অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। খুব ভদ্র ছিলেন। এমনকি, ওঁর কর্মচারী এবং গাড়িচালকদের সঙ্গে কথা বলেও বিষয়টি নিশ্চিত করি।” গোয়েন্দা জানিয়েছেন, ধীরে ধীরে তিনি ওই যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। একসঙ্গে মদ খেতেও যান বার কয়েক। অবশেষে যুবক মুখ খোলেন তাঁর সম্পর্ক নিয়ে। গোয়েন্দার দাবি, ওই যুবক তাঁকে বলেন, “যখন আমার বিয়ে হয়েছিল, তখন আমার তিন বন্ধু আমেরিকায় থাকত। ফলে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেনি। আমি বিয়ের পর ওদের জন্য একটি ব্যাচেলর পার্টির আয়োজন করেছিলাম।” যুবক নাকি আরও জানান, তাঁর স্ত্রী কয়েক দিনের জন্য বাপের বাড়িতে গেলে তিনি তাঁর বন্ধুদের একটি হোটেলে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে বন্ধুদের জন্য এসকর্টের ব্যবস্থাও করেন। কিন্তু হোটেলের কামরায় ঢুকে হতবাক হয়ে যান তিনি। দেখেন, হোটেলের কামরায় এসকর্ট হিসাবে যিনি ছিলেন, তিনি আর কেউ নন, তাঁর স্ত্রী স্বয়ং।

গোয়েন্দার দাবি, তাঁরা দু’জনেই একে অপরের সঙ্গে অন্যায় করেছিলেন। তরুণী ছিলেন এসকর্ট। আর যুবক এসকর্ট ভাড়া করেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে আমোদের জন্য। আর সে কারণে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেন। বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন।

গোয়েন্দার সেই অভিজ্ঞতার কথা ইতিমধ্যেই হইচই ফেলেছে সমাজমাধ্যমে। মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নেটাগরিকেরা। নেটাগরিকদের অনেকে যেমন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, তেমনই অনেকে আবার গোয়েন্দার দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

কনিষ্ঠ তম নেতা গৌতম প্রসাদ দত্তের প্রয়াণ দিবস পালিত বিশালগড়ে

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। ১৯৮০ সালের সেই কালো দিন আজো ভোলেনি রাজ্যের মানুষ। ভোলেনি বিশালগড় বাসী। তৎকালীন কংগ্রেসী , যারা আজ বিজেপির শীতল ছায়ায় স্বস্তির নিদ্রা নিচ্ছে তাদেরই নৃশংসতার বলি হয়েছিল বামপন্থী যুব নেতা গৌতম প্রসাদ দত্ত। বিশালগড়ের লড়াকু সৈনিক , কনিষ্ঠ যুব নেতা ছিলেন তিনি। এ বছর ৪৫ তম প্রয়ান দিবস পালিত হচ্ছে তাঁর। গোটা রাজ্য ব্যাপি দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদা পূর্ণ ভাবে পালিত হয়েছে। বিশেষ করে বিশালগড়ের সিপিআইএম পার্টির কার্যালয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

পার্টির যুব থেকে প্রবীণ নেতারা। এছাড়া সিপিআই(এম) বিশালগড় মহকুমা অফিসে এক হল সভার মাধ্যমে তার স্মৃতিচারণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ভানু লাল সাহা, ছিলেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থ প্রতিম মজুমদার সহ যুবক থেকে বৃদ্ধ সকলেই। আলোচনা সভায় গৌতম প্রসাদ দত্তের কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা সহ তাঁর মৃত্যুর ইতিহাস তুলে ধরেন। গৌতম প্রসাদ দত্ত তাঁর যুব বয়স থেকেই বাম পন্থি রাজনীতি তে আকর্ষিত হয়ে তাঁর জীবন কালে যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজ করে গেছেন তাতে তৎকালীন কংগ্রেসি কিছু মহাজন দের ক্ষতি হয়েছে বটে। আর সেই রেশ থেকেই গৌতম প্রসাদ এর জীবন ছিনিয়ে নিতে গিয়ে দুবার ভাবেনি দুষ্কৃতীরা। ত্রিপুরার ইতিহাসে যে কজন বামপন্থী শহীদ রয়েছেন , যারা রাজ্যের জন্যে, রাজনীতির জন্যে এবং আদর্শের জন্যে লড়াই করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ হারিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম নাম ছিল এই গৌতম প্রসাদ দত্তের নাম।

বাংলাদেশ থেকে ১ মেট্রিকটন ইলিশ এসেছে রাজ্যে

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। বাঙালির প্রধান উৎসব দূর্গোৎসবকে ঘিরে উন্মাদনা রীতিমতো চড়তে শুরু করেছে। এরই মধ্যে বাঙালির রসনা তৃপ্তির জন্য অবশেষে ত্রিপুরার বাজারে চলে এসেছে পদ্মার ইলিশ। মূলত, উৎসবে ভোজন রসিক বাঙালির পাতে ইলিশ ছাড়া চলে না। আর তা যদি হয় পদ্মার ইলিশ তাহলে অনুভূতি প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আজ বাংলাদেশ থেকে ১ মেট্রিক টন ইলিশ মাছ রাজ্যে এসেছে।

এ বিষয়ে আমদানিকারক বিমল রায় জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় বাংলাদেশ থেকে কত টন ইলিশ মাছ আমদানির অনুমতি মিলেছে তা এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে, আজ বৃহস্পতিবার প্রথম দিনে মাত্র ১ মেট্রিক টন মাছ এসেছে রাজ্যে। সম্ভবত আগামীকালও ১ টন ইলিশ মাছ রাজ্যে আসবে। তাঁর অনুমান, দূর্গোৎসবের আগে এভাবে মোট ১৫ থেকে ২০ টন মাছ ত্রিপুরায় আমদানি করা হবে। তাছাড়া, কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সরকার ইলিশের রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। মূলত, ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজননকালীন সময়ে নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে ওই সময়ে ওই স্বর্ণালী মাছ ধরা, বিক্রয় ও পরিবহন নিষিদ্ধ থাকবে। তাই ত্রিপুরায় মৎস্য প্রেমীদের পাতে ইলিশ মাছ কি পরিমাণে পড়বে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও জানিয়েছেন, দুর্গাপূজার সময় আপামর বাঙালি ইলিশ মাছ ছাড়া আনন্দ উপভোগ করতে পারেন না। ফলে এই সময়ে ইলিশের চাহিদাও বেশী থাকে। তাঁর দাবি, গতবারের তুলনায় এবার পদ্মার ইলিশ আকৃতিতে(আনুমানিক ৫০০ বা ৬০০ গ্রাম) ছোট এসেছে এবং দূর্গোৎসবের মুহুর্তে বাজারেও বেশি দামেই বিক্রির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশের জাতীয় রফতানি নীতি (২০১৫-১৮) অনুসারে, শর্তসাপেক্ষে রফতানি পণ্যের তালিকায় রয়েছে ইলিশ। তবে বিদেশে ইলিশ রফতানির প্রথম অনুমতি দেওয়া হয় ২০১৯ সালে। তখন থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পুজোর সময়ে ভারতে ইলিশ পাঠানো হত। শেখ হাসিনার সরকার ইলিশ রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও দুর্গাপুজোর সময়ে ভারতে ইলিশ রফতানি হয়ে আসছে গত বেশ কয়েক বছর ধরে। গত বছরের পুজোর মরসুমে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রক প্রথমে প্রায় ৩,০০০ টন ইলিশ ভারতে রফতানির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু পরে তা কমিয়ে ২,৪২০ টন ইলিশ ভারতে পাঠানোর অনুমতি দেয় মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। এ বার তা আরও কমিয়ে ১,২০০ টন রফতানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। প্রতি কেজি ইলিশ ন্যূনতম সাড়ে ১২ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় ১০৫৭ টাকা) রফতানি করা যাবে বলে জানানো হয়।

বিশালগড়ের উত্তর রাউৎখলা এলাকা থেকে এক ব্যক্তির বাইক চুরি

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। চোরেরা আস্তানা গেড়েছে বিশালগড়ে। আজ থেকে নয়, সে বহুদিন আগে থেকেই। তাই চুরি ছিন্তাই বিশালগড়ে রোজ নামচার ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মহকুমা প্রশাসন চেয়ারে বসে ললিপপ এর স্বাদ নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করছেন না এমনটাই অভিযোগ। আবার স্থানীয় কোনো এক অশুভ শক্তির কারণে নাকি অপরাধীদের কে খোলা ময়দান দিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশালগড়ে। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও কোনো এক্সান নিতে পারছেন না। কারণ মাথার উপর ক্ষমতাশালী ব্যক্তির আশীর্বাদ রয়েছে। এতো কিছু বলা বলি করছেন খোদ বিশালগড়ের মানুষ। চুরি কাণ্ডে জেরবার বিশালগড়ে এবার আরও এক চুরির ঘটনা ঘটে গেল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে। বৃহস্পতিবার রাতে বিশালগড় উত্তর রাউৎখলা স্থিত জনৈক বাসিন্দা দুলাল মিয়ার বাড়ির সামনে থেকেটট্র০১ঙ্ক৬৫৭২ নাম্বারের পালসার বাইক চুরি হয়ে যায়। বাইকের মালিক বিপ্লব মিয়া সহ তার ভাই খোঁজাখুঁজি করেন বহু জায়গায়। কিন্তু বাইকের কোন হদিস পাওয়া যায়নি। পরে বাইকটি না পেয়ে তারা দ্বারস্থ হন বিশাল থানার। জানা যায় উত্তর রাউৎখলা দুলাল মিয়ার বাড়িতে যান বিপ্লব মিয়ার ভাই। অভিযোগ দুলাল মিয়ার বাড়িতে সিসি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও বাড়ির লোকেরা ক্যামেরার ফুটেজ দেখাতে রাজি হয়নি। তবে কি এই চুরির পেছনে দুলাল মিয়া কিংবা তাঁর পারিপার্শিক কেউ জড়িত আছে ? উঠছে প্রশ্ন। পুলিশ এই নিয়ে তদন্তে করে আসল চোর কে ধরতে পারে কিনা সেদিকেই তাকিয়ে আছেন বিপ্লব মিয়া।

কংগ্রেসের ঢলে প্লাবিত কৈলাশহরে আবারো ভোট চোর গদি ছোড় শ্লোগান

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। কংগ্রেসের " ভোট চোর গদি ছোড়" শ্লোগান এখন গোটা দেশ ব্যাপি চলছে। জবে থেকে রাহু গান্ধী ভারতে ভোট চুরি প্রসঙ্গে নানা তথ্য প্রেরন করেছেন তাঁর পর থেকেই

উত্তাল দেশীয় রাজনীতি। বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশন মিলিত ভাবে ভোট চুরি করছে, এই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন রাহুল। আর তাঁর পর থেকেই দিকে দিকে ভোট চুরি রুখতে এবং ভোট চুরি করে কুর্সি দখল করে রাখা মোদী সরকার কে গদি ছাড়তে ডাক দিচ্ছে কংগ্রেস। এই নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা মহকুমা স্তরে মিছিল, বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একই ভাবে আজ ১৮ই সেপ্টেম্বর ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর মহকুমায় এক সুবিশাল মিছিল ও জনসভার আয়োজন করা হয়। ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক বিরজিত সিনহা, যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা, কৈলাশহর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান , ক্রিস্টোফার তিলক সহ কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃত্বরা। একে একে এদিন ভোট চুরি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন নেতৃত্বরা। লোকসভা থেকে বিধানসভা সবকটি নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন কে কাজে লাগিয়ে কিভাবে দিনের পর দিন ভোট চুরি করে ক্ষমতা ধরে রেখছে বিজেপি সেই নিয়ে তাদের কে রীতিমতো তুলোধোনা করেছেন এদিন কংগ্রেসীরা। উল্লেখ্য, এদিনের সভা টি মূলত কৈলাশহর নেতাজি কর্নারে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা কে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট আঁটসাঁট।

চার দিনের শিশুর বিরল রোগ, সফল অস্ত্রোপচার টিএমসিতে

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। মাত্র চারদিনের শিশুর মূত্রনালীতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্বাভাবিক করে তুললেন ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাক ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ৮ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আগরতলা মিলন সংঘ এডিনগরের বাসিন্দা পিংকি পাল ও অর্ণব চন্দ্রের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। গর্ভবস্থা অবস্থায় ইউসিজি করে জানা গিয়েছে শিশুটির দুইটি কিডনি বেলুনের আকৃতির মতো রয়েছে এবং মূত্রনালীর জন্মগতভাবে সমস্যা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে জন্মগ্রহনের পর শিশুটিকে শিশু শল্য চিকিৎসক ডা. অনিরুদ্ধ বসাকের কাছে স্থানান্তর করা হয়। জন্মের ঠিক চারদিন পরই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা গিয়েছে বাচ্চাটির পস্টেরিওর ইউরেথ্রেল ভ্যাল্ব রয়েছে এবং একটি কিডনি অচল রয়েছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিলেন বিপ্লব কুমার দেব

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। রাজধানীর আরএমএল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মা। সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনায় তার হাত ভেঙে যায় এবং গভীর আঘাতের কারণে হাতে দিতে হয় প্রায় ২৫টি সেলাই। দুর্ঘটনার পরই দ্রুত তাকে দিল্লির আরএমএল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ হাসপাতালে গিয়ে তার শারীরিক খোঁজখবর নেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে সাংসদের চিকিৎসার অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত হন এবং তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

দীর্ঘ ১৩ বছর অচল অবস্থায় পড়ে থাকা দু'টি ব্রুডার হাউস পুনরুজ্জীবনের পথে

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে এবং পশুপালনভিত্তিক জীবিকাকে টেকসই আকার দেওয়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি নতুন দিগন্ত উন্মোচনের উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকামিশন TRLMŠ। পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি এবং মধ্য কৃষ্ণপুর এলাকায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে নির্মিত দুটি ব্রুডার হাউস দীর্ঘ প্রায় ১২—১৩ বছর ধরে অব্যবহৃত ও অচল অবস্থায় পড়ে ছিল। একসময় এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে গ্রামীণ পশুপালন ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘ সময় অচল থাকার পর এবার সেগুলি পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগে এসেছে TRLM এর নজরে। এই প্রেক্ষাপটে ড. দীপ্তনু দাস, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (লাইভস্টক), সম্প্রতি তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকে ১৫ দিনের এক বিশেষ কর্মসূচি নিয়ে আসেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মিশন মোডে কাজ করে এই ব্রুডার হাউসগুলিকে দ্রুত কার্যকর করা। ড. দাস স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রামীণ স্থানীয় স্বশাসন সংস্থা (PRI), এবং স্থানীয় পশুচিকিৎসকের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় করে সংস্কার ও পুনঃ চালনার কাজ শুরু করেন।এই খবর প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের নজরে আসতেই অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ADM) নিজে পরিদর্শনে উপস্থিত হন। তিনি পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি ও মধ্য কৃষ্ণপুর ব্রুডার হাউস ঘুরে দেখে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং TRLM-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। শুধু তাই নয়, ঙ্গঞ্চ এদিন আরও ত্রিশক্তি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন (CLF)-এর অফিস, তুইচিন্দ্রাইবাড়ি এবং পশ্চিম তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত এলাকাও পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি স্থানীয় নেতৃত্ব, মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ঞ্চট্রজ্জ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরামর্শ নেনঃTRLM-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ব্রুডার হাউসগুলি স্থানীয় ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন (CLF)-এর মালিকানায় পরিচালিত হবে। এর ফলে স্থানীয় মহিলাদের হাতে প্রকল্পের দায়িত্ব থাকবে, যা নারীস্বনির্ভরতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পশুপালন ও ব্রুডার ইউনিটের মাধ্যমে এলাকায় মুরগি ও অন্যান্য পশুপালন চর্চা বাড়বে, আয় বৃদ্ধি পাবে এবং বাজারসংযোগও শক্তিশালী হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন অচল অবস্থায় পড়ে থাকা এই সরকারি সম্পদগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে গ্রামীণ জীবিকায়নে কাজে লাগানো গেলে একদিকে যেমন অপচয় রোধ হবে, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের জন্য টেকসই জীবিকাচর্চার পথ সুগম হবে। প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে, তা তেলিয়ামুড়া ব্লক তথা সমগ্র খোয়াই জেলার পশুপালন খাতে একটি মডেল উদাহরণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

২৩ টি মস্তক ও ৪২ টি ভুজা বিশিষ্ট দুর্গা প্রতিমা এবারের পুজোর বিশেষ আকর্ষণ

খবরে প্রতিবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা শহর জুড়ে আগমনী কে কেন্দ্র করে চলছে সাজ সজ্জা। প্রতিটি পুজো প্যান্ডেল সেজে উঠছে নানা রূপে। বিশেষ করে বনেদী পুজো ক্লাব গুলো প্রতিবারের মতোই এবারেও ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ তুলে ধরতে জোর কদমে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে একটি অন্যতম নাম হচ্ছে ঊষাবাজার সিঙ্গারবিল স্থিত বিশ্ব মিলন সংঘ ক্লাব। বহু দশক যাবত এই ক্লাব টি দুর্গোৎসবে তাদের অভূতপূর্ব প্যান্ডেল ও পুজো থিম দিয়ে দর্শকদের নজ্র কেড়ে আসছে। তাই এবারেও ভিন্ন নয়। এবছর কেদারনাথ ধাম এর আদলে সেজে উঠছে পুজো প্যান্ডেল। আর তাঁর চাইতে ও বেশি আকর্ষণীয় হতে চলেছে কাল্পনিক দেবী প্রতিমা। যা মূলত ২৩ টি মস্তক ও ৪২ টি ভুজা বিশিষ্ট দেবী দুর্গার প্রতিমা হতে

চলেছে বলে জানা গেছে। পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ক্লাব ও সংশ্লিষ্ট এলাকার তরুণ প্রজন্ম এবং প্রবীণ দের সম্মিলিত চিন্তাধারা মুলেই এই কাল্পনিক মায়ের প্রতিমা নির্মাণ করা হচ্ছে। প্যান্ডেল ও মূর্তি উভয়ই নির্মাণ করছেন স্থানীয় শিল্পীরা। এর মধ্যে লঙ্কা মুড়ার রঞ্জিত নম নামের মূর্তি কারিগর এর হাত ধরেই সেজে উঠছে মায়ের প্রতিমা। দেবী আদ্যাশক্তির নানা রূপ কে একই মূর্তির মধ্যে জাগিয়ে তুলার পরিকল্পনা নিয়ে এই বিশেষ আয়োজন বলে জানা গেছে। তবে এবছর বাজেট তাদের তেমন বেশি নয়। ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকার বাজেটের মধ্যেই পুজো আয়োজন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এছাড়াও ভোকাল ফর লোকাল কে প্রাধান্য দিয়ে সম্পুন বাঁশ বেত শিল্প কে কাজে লাগিয়ে প্যান্ডেল নির্মাণ চলছে বলেও জানানো হয়েছে। আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর ষষ্ঠী পুজোর দিনে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এর হাত ধরে পুজোর উদ্বোধন হবে বলে জানা গেছে। এছাড়া এই পুজো চলাকালীন মহাপ্রসাদ বিতরণ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও আয়োজন থাকছে। তবে বলা বাহুল্য, এক সময় মানব মূর্তি দ্বারা লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীদের কাছে টানতে সফল এই ক্লাবের এবারের পুজো ও যে দর্শনার্থীদের বেশ ভালো লাগবে তাতে সন্দেহ নেই।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751